২০১৯ সালে বিজেপি আর ফিরবে না ঃ মুকুল

ছবি - অভিজিৎ মুখার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বাজারে একটা গুজব বিজেপি রটিয়ে দিয়েছে। ২০১৯ সালে তো বটেই ২০২৪ সালেও নাকি তারা ক্ষমতায় থাকবে। আমি বলছি, ২০১৯ সালে বিজেপি আর ফিরবেই না। ওরা কখনই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। কারণ উত্তরপ্রদেশের জোট হবে বহুজন সমাজপার্টি মায়াবতির সঙ্গে সমাজবাদী পাটির অখিলেশ যাদবের। ওই জোট প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোট পাবে। তখন বিজেপির আসন ওই রাজ্যেই ১১-১২টা হয়ে যাবে। আর সারা দেশে বিজেপি কিছুতেই ১৫০-১৭৫-র বেশি আসন পাবে না। শনিবার হুগলি জেলার আরামবাগের পল্লিশ্রীতে আরামবাগ মহকুমা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসম্মেলনে একথা বলেন দলের সর্বভারতীয় সহসভাপতি তথা সাংসদ মুকুল রায়। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, আপনাদের কাজ কী? আপনারা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে শক্তি দেবেন। কী শক্তি? ৩৪টা বাড়াতে হবে। ৩৪টাকে বাড়িয়ে যদি ৪০ করে আমরা লোকসভায় যেতে পারি তাহলে ২০১৯-এ মমতা ব্যানার্জী ভারতবর্ষের রাজনীতির নিয়মক হবেন। এদিন কর্মী সম্মেলন থেকে মুকুল রায়২১ জুলাইয়ের সভাতেও সকল কর্মীকে যোগদান করার আহ্বান জানান। মুকুলবাবু এদিন আরও বলেন, জোর করে, জবর দস্তি করে ভারতবর্ষের মানুষের উপর ডিমনিটাইজেশন চাপানো হল। জিএসটি চাপানো হল। আমি আবারও বলছি এর বিপদ এখনও আপনারা বুঝতে পারছেন না। আসুক ২০১৯। ভারতবর্ষে যারা আছেন তাঁরা বুঝবেন কী ডিমনিটাইজেশন। ডিমনিটাইজেশন আগে ভারতবর্ষে তিনবার চালু হয়েছিল। তিনবারই ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীর বুকেও ফেল করেছে। অর্থনীতি ফেল করেছে। আজ জিএসটি ফেল করেছে। ডিমনিটাইজেশন ফেল করেছে। সমস্ত জায়গায় এটি ব্যর্থ হয়েছে। শুধুমাত্র প্রেসকে ম্যানেজ করে একটা প্রচারসর্বস্ব কেন্দ্রীয় সরকার চলছে। ওদের ভাবনা, আমরা আরও ২৪ বছর থাকব, আরও ৪০ বছর থাকব। কিন্তু আসতে দিন ২০১৯, লিখে রেখে দিন যে, ভারতীয় জনতা পার্টির আসন সংখ্যা ১৫০-১৭৫-এর বেশি হবে না। অদ্ভুত অদ্ভুত কারবার করছে। নির্বাচনের আগে সবাইকে বলা হল, যতটাকা ভারতবর্ষের বাইরে আছে সব টাকা নাকি এই সরকার ১৫ দিনের মধ্যে ফেরত দেবে এবং প্রত্যেক বাড়ির ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে পৌঁছে যাবে। তিনবছর কেন, ৩৩ বছর হলেও সেই টাকা ফেরত আসবে না।

এদিন এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত বলেন, গ্রুপবাজি বরদাস্ত করা যাবে না। খুব পরিষ্কারভাবে বলে গেলাম এবং আমরা চাই বিজেপিকে নিশ্চিহ্ন করতে। বিজেপি অনেক জায়গাতে জাতপাত নিয়ে লড়াই করছে। ওরা একটা সিটও পশ্চিম বাংলার হুগলি জেলা থেকে পাবে না। দ্যাট ইজ মাই চ্যালেঞ্জ। কোথাও আমাদের কোনও কর্মীকে যদি আঘাত হানার চেষ্টা করে তবে কিছু কিছু জায়গায় পাল্টা আঘাতও হবে, একথা দাঁড়িয়ে বলে গেলাম। এক ইঞ্চি মাটিও ছাড়ব না। এটা ঠিক যে আমাদের কর্মীরা অনেকেই মনে করছেন যে আমি তো ৫ বছর পঞ্চায়েতে আছি, সমিতিতে আছি। আমি আবার হয়ে যাব। যিনি কাজ করেননি, কর্মীদের দেখেননি এবার নির্বাচনে তাঁদের টিকিটও হবে না। যারা কর্মীদের জন্য করেছে, যাঁরা দলের জন্য চিন্তা করেছেন, যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা চিন্তা করেছেন তাঁদের কথা আমরা মুকুলদা, সুব্রত বক্সি, পার্থ চ্যাটার্জীর সাথে আলোচনা করব। তারপর ঠিক হবে। যারা হার্মাদগিরি করেছে, যাঁর ৩৪ বছরে কর্মীদের খুন করেছে, যাঁরা অত্যাচার করেছে, বাড়িছাড়া করেছে, মেরেছে, তাদের তৃণমূলের জন্য দরজা বন্ধ থাকবে।

এছাড়াও এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি শান্তনু ব্যানার্জী, সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, বিধায়ক বেচারাম মান্না, বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, বিধায়ক মানস মজুমদার, বিধায়ক ডাঃ এম নুরুজ্জামান, উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, তারকেশ্বরের চেয়ারম্যান স্বপন সামন্ত, দলের আরামবাগ ব্লক সভাপতি তথা পুরপ্রধান স্বপন নন্দী, ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার, ব্লক কার্যকরী সভাপতি সেখ আব্দুল সেলিম প্রমুখ।

ভেঙে পড়ল ফ্লাইওভারের একাংশ, আতঙ্ক শ্রীরামপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ শনিবার সকালে ট্রাকের ধাক্কায় শ্রীরামপুরের ফ্লাইওভারের রেলিং-এর একাংশ ভেঙে পাঁচুবাবুর বাজারপাড়া এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ব্রীজের উপর থেকে রেলিং এর দুটি কংক্রিটের স্ল্যাব ভেঙে সরাসরি বাজারের মধ্যে পড়ে। আতঙ্কে এলাকার মানুষ ছোটাছুটি শুরু করে দেন। কলকাতার বিবেকানন্দ ব্রীজ ভেঙে পড়ার সেই স্মৃতি নতুন করে মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি ট্রাক মাল আনলোড করে জিটি রোড ধরে পানাগড় ফিরে যাচ্ছিল। সকাল ১১টায় শ্রীরামপুর কালিতলার দিক থেকে ট্রাকটি ব্রীজে ওঠার পরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং-এ ধাক্কা মারে। ব্রীজের নীচেই পাঁচুবাবুর বাজার। ট্রাকের ধাক্কায় পিলারের সাথে সংযোগরক্ষাকারী দুটি বড় কংক্রিটের স্ল্যাব সজোরে নীচে পাঁচুবাবুর বাজারে আছড়ে পড়ে। সে সময় মানুষের ভীড়ে ঠাসা বাজারে লোকজন কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকলেও কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে এই ঘটনায় সাময়িকভাবে এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয় ও যান চলাচল ব্যাহত হয়। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভেঙে পড়া স্ল্যাব দুটি সরিয়ে নেয়। পরে ক্রেন দিয়ে ট্রাকটিকে সরিয়ে ফেলা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় ট্রাক ও ট্রাকের চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ট্রাকটি ব্রীজে ওঠার পরই যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে স্টিয়ারিং কেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং-এ ধাক্কা মারে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ ১৯৯০তে ব্রীজটি উদ্বোধন হওয়ার পর সেরকমভাবে কোনও সংস্কার বা মেরামতি হয়নি। এছাড়াও ব্রীজের উপর কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেআইনি যাত্রী তোলার জন্য ব্রীজের উপরই বাস চালকরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয়। এককথায় ব্রীজের উপরই বাস চালকরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয়। এক কথায় ব্রীজে একটি অঘোষিত বাসস্ট্যান্ড সবসময় মানুষের সমস্যার সৃষ্টি করে। যার জন্য এই এলাকা অর্থাৎ ব্রীজের উপর ক্রমশ দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠছে। এবিষয়ে পূর্তদপ্তর বা শ্রীরামপুর পুরসভার কোনও হেলদোল নেই। দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে পূর্ত দপ্তরের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা কোনও মন্তব্য করেননি। অন্যদিকে শ্রীরামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান অমিয় মুখোপাধ্যায় জানান, ব্রীজটি তাদের অধীন নয়। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জানান, অবিলম্বে ব্রীজটি সংস্কার ও মেরামত না করা হলে বিবেকানন্দ উড়ালপুলের ভয়াবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে শ্রীরামপুরে।

বৈদ্যবাটীতে শ্রমিকদের অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বৈদ্যবাটী ঃ শ্রমিক অসন্তোষের জেরে গত ১ জুলাই কারখানার গেটে সাসপেন্ডশন অফ ওয়ার্ক-এর নোটিশ ঝোলায় কর্তৃপক্ষ। এবার শ্রমিকরা তাঁদের দাবিকে অনড় থেকে কারখানা গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসল। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির বৈদ্যবাটী পুরসভা এলাকার বৈদ্যবাটী ওয়ার্কসে। এই কারখানায় মূলত গাড়ির গিয়ারবক্সসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। শ্রমিকদের দাবি ছিল গত ৫ বছর ধরে কোম্পানি তাঁদের সাথে কোনও চুক্তি করেনি। ফলে তাঁদের বেতনও বৃদ্ধি হয়নি। অথচ অফিস স্টাফেদের বেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দাবিতে তাঁরা সরব ছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি তো মেটায়নি, উল্টে গত ১ জুলাই সাসপেন্ডশন অফ ওয়ার্ক-এর নোটিশ ঝোলায়। ফলে স্থায়ী, অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ৪০জন শ্রমিক কাজ হারান। সেই সমস্ত কর্মীরাই আই এন টি টি ইউ সির নেতৃত্বে কারখানার গেটের সামনে অবস্থানে বসল। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে কারখানা খুলুক এবং তাঁদের সাথে চুক্তি করুক কর্তৃপক্ষ। এবিষয়ে আই এন টি টি ইউ সির নেতা তথা ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায়ের বক্তব্য, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রমিকদের দাবি না মিটিয়ে কারখানা বন্ধ করে রেখেছে।

গ্রেফতার কুখ্যাত দুষ্কৃতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ হুগলি জেলার কুখ্যাত দুষ্কৃতী জিতেন্দরকে অবশেষে গ্রেফতার করল উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। কোন্নগর থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। জানা গেছে, হুব্বা শ্যামল খুনের মুল অভিযুক্ত এই জিতেন্দর। এছাড়াও ব্যাঙ্ক ডাকাতিসহ বহু অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, তার কাছ থেকে ২২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে।

মেডিকেল কলেজের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা মিলল তারকেশ্বর

জীবন মণ্ডল, তারকেশ্বর

আশায় বুক বেঁধেছেন হুগলির তারকেশ্বরের মানুষজন। কেননা তারকেশ্বর বিধানসভার মধ্যেই মেডিকেল কলেজ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গত ১ জুন তারকেশ্বরের প্রকাশ্য জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে গিয়েছিলেন ৫ একর জমি পাওয়া গেলেই ওই এলাকায় একটি মেডিকেল কলেজ তৈরি করা হবে। এর পরেই মেডিকেল কলেজ করার লক্ষ্যে তারকেশ্বর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকরা জমির খোঁজ শুরু করেন। জানা গেছে, বর্তমানে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালটি প্রায় আড়াই একর জমির উপর অবস্থান করে রয়েছে। কিন্তু বছর ২০ আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া পুরানো হাসপাতালের জায়গাটি আগাছায় ভর্তি হয়ে রয়েছে। প্রশাসন প্রথম দিকে ঠিক মাপটি জানতেন না। পরে পুরানো হাসপাতাল এলাকা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী সময় মাপজোপ করে দেখা যায় মোট সাড়ে ৭ একর জমি আছে স্বাস্থ্যদপ্তরের হাতে। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, যেহেতু স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতেই জায়গা আছে তাই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে কোনও অসুবিধা হবে না। এবিষয়ে সবুজ সংকেত পাওয়া গেলেই বাস্তবায়িত হতে পারে দীর্ঘ প্রতীক্ষার মেডিকেল কলেজ। বর্তমানে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই হাসপাতালে হরিপাল, ধনিয়াখালি, জামালপুর, পুরশুড়া, জাঙ্গিপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে রোগীরা চিকিৎসা করাতে আসেন। তাই এই হাসপাতালের উপর চাপ অত্যন্ত বেশি।

বর্তমানে খুব একটা ভালো পরিষেবা পাওয়া যায় না ওই হাসপাতালে। মূলত পরিকাঠামোর অভাবে উন্নতমানের চিকিৎসা হয় না বলে অভিযোগ। তাই তারকেশ্বরে মেডিকেল কলেজ গঠন করা হলে উপকৃত হবেন তারকেশ্বরসহ আশপাশের এলাকার হাজার হাজার মানুষ।

ব্যান্ডেলে গুলি করে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যান্ডেল ঃ ব্যান্ডেল স্টেশনের কাছে ব্যান্ডেল পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ঢিলা ছোঁড়া দূরত্বে এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করার ঘটনায় চঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম বিজেশ সিং (৪৫)। বাড়ি ব্যান্ডেল স্টেশনের সামনে। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে তিনি যখন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তখন বাইকে করে কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর কাছে যায়। অভিযোগ, খুব কাছ থেকে বিজেশ সিংকে তারা গুলি করে পালিয়ে যায়। শূন্যে গুলি চালায় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বিজেশ সিং। গুলির শব্দের স্থানীয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে। এরপর তাঁকে চিকিৎসার জন্য ব্যান্ডেল ই এস আই হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, একসময় সমাজবিরোধীমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল বিজেশ। তবে সম্প্রতি সে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসেছিল। তাই পুরানো শত্রুতার জেরেই এই খুন হয়ে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

রক্তদান ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ শনিবার সকালে হুগলির আরামবাগ ২-এর পল্লী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের বই, মানপত্র ও ব্যাচ পরিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই শিবিরে ৭২জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তাঁদের মধ্যে ১৬জন মহিলা ছিলেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পুরপ্রধান স্বপন নন্দী, উপপৌরপ্রধান রাজেশ চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার, তৃণমূলের আরামবাগ ব্লক কার্যকরী সভাপতি আব্দুল সেলিম এবং আরামবাগ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক অশোক বৈরাগী।

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান

Moldarin — Your new horizon of investment | LFS | The taste of money
MONEYLICIOUS SECURITIES PVT. LTD.
LFS BROKING PRIVATE LIMITED
MOLDARIN INVESTMENTS CONSULTANTS PVT.LTD.
বিঃ দ্রঃ- বেকার ছেলে মেয়েরা ও হতাশ এজেন্টরা !
শেয়ার বাজারে আইন সম্মত ভাবে NISM Course করে আয় করার সুযোগ নিন।
Franchisee দেওয়া হয়।
Regional Office:- U.B.I. Building (1st Floor)
Link Road, Arambagh, Hooghly,
WEST BENGAL,Pin-712601
Ph.No. - 03211-256507
Mobile:- 9564355907 / 9563200600
Tollfree No.-18001211452
We are No-1 research team in India and Z.Business and CNBC AWAZ 2015-2016 award winner

হতাশ জীবনে আশার আলো............
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
○সহবাসে অক্ষমতা ○ইন্দ্রিয় শিথিলতা ○শীঘ্র পতন ○ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ○উত্তেজনার অভাব ○স্বপ্ন দোষ ○ধাতু তারল্য ○ধাতু ক্ষয় ○সিফলিস ○গনোরিয়া ○ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
[redacted] মদ, গাঁজা, ড্রাগস্, সিগারেট ও হেরোইন, গুটকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয়
☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ
☆রোগা থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগা
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
তারকেশ্বর কালীবাড়ীর মাঠের পূর্বদিকে শুক্রবার, রবিবার দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
আরামবাগ গৌরহাটী মোড় শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা

দীর্ঘ ৫০ বৎসর প্রতিক্ষার পর আরামবাগের বিধায়ক
সম্মানীয় কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও সভাপতিত্বে এবং
আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আরামবাগ মহকুমায়
৫১তম নিখিল ভারত ব্রতচারী নায়ক মহাশিবির
২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত
স্থান ঃ মুথাডাঙ্গা রামকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়, মুথাডাঙ্গা
ঃপরিচালনায় ঃ
ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মণ্ডলী
আয়োজক ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
অংশগ্রহণে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। যোগাযোগ করুন
Mob. 7548038080/9609542101/9733858794/9093014017